তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৭০

**পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টিতে যে বাঙালির মুক্তি ঘটবে না তা**

**বঙ্গবন্ধু আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, ভারত-পাকিস্তান বিভক্তি বা পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টিতে যে বাঙালির মুক্তি ঘটবে না তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এটি বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার আগে ১৯৪৭ সালের ৭ই জুলাই বঙ্গবন্ধু কোলকাতার এক সভায় বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যা তৎকালীন ইত্তেহাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৪৭ সালের ৭ই আগস্ট অনুরূপ এক ঘরোয়া সভায় বঙ্গবন্ধু আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তি বাঙালির চূড়ান্ত মুক্তি ঘটাবে না। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অগ্রসেনানী। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষার দাবিতে তিনিই প্রথম গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে তাঁরই নেতৃত্বে বিভিন্ন ধারাবাহিক ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী ও শোকাবহ আগস্ট ২০২৩ উপলক্ষ্যে ‘আমরা সূর্যমুখী’ আয়োজিত ‘জনক তুমি বাংলাদেশ’ শীর্ষক স্মরণসভা, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জননেতা আমির হোসেন আমু এমপি। অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদ এর সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

প্রধান অতিথি বলেন, সংবিধান অনুযায়ীই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি আবারও ষড়যন্ত্র ও প্রহসনের রাজনীতি শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক কোনো কোনো শক্তি এতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। আমির হোসেন আমু বলেন, বিএনপি'ই বিভিন্ন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেছে। তাছাড়া এটি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত কোন পদ্ধতি নয়। তিনি বলেন, বিএনপি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ষড়যন্ত্র করছে। জামায়াতকে তারা এর সঙ্গে যুক্ত করেছে। তিনি আগস্ট মাসে শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে সাহসী ভূমিকা নিয়েই ‘আমরা সূর্যমুখী’ নামক সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। কে এম খালিদ বলেন, আগস্ট আমাদের দিয়েছে অনেক কিন্তু কেড়ে নিয়েছে সর্বস্ব। এ মাসেই জন্মগ্রহণ করেছেন মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। এ মাসে আরো জন্মগ্রহণ করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি ও ক্রীড়া আন্দোলনের পথিকৃৎ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল। আর এ মাসেই আমরা হারিয়েছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যকে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট লিয়াকত শিকদার, নন্দিত অভিনয়শিল্পী অরুণা বিশ্বাস ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাহিদ কবীর। স্বাগত বক্তৃতা করেন ‘আমরা সূর্যমুখী’র নির্বাহী পরিচালক শফিকুল ইসলাম সেলিম।

অনুষ্ঠানে আহসান কবীর টুটুল এর সম্পাদনায় বঙ্গবন্ধুর শেষ উচ্চারণ ‘তোরা কী চাস’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি করেন শাকিলা মতিন মৃদুলা।

#

ফয়সল/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৬৯

**বান্দরবানে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্তদের**

**১০ লাখ টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করলেন পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বান্দরবানে ক্যান্সার, কিডনি, লিভারসিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত গরিব ও অস্বচ্ছল রোগীদের মাঝে এককালীন অনুদানের চেক বিতরণ করেন।

মন্ত্রী আজ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর বান্দরবান শহরের বাসভবন কার্যালয় হতে ক্যান্সার, কিডনি, লিভারসিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ২০ জনকে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ১০ লাখ টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্যমন্ত্রী বলেন, জনবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকার গরিব ও অস্বচ্ছল মানুষের কল্যাণে সবসময় কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়তে সরকার দেশের গরিব ও অস্বচ্ছল মানুষের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে  বিভিন্ন ভাতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। সরকারের এসব ভাতা পেয়ে দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছল মানুষ তাদের জীবন সুন্দরভাবে চালাতে সক্ষম হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, অতীতের আগের কোনো সরকার জনগণের জন্য এত সুযোগ সুবিধা দেয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মানুষের সুখ দুঃখের সারাথি হয়ে দেশের গরিব ও অস্বচ্ছল মানুষদের জন্য সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে  আওয়ামী লীগ সরকার দেশব্যাপী বিধবা ভাতা, বয়স্কভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ, হরিজন, বেদে ও হিজড়া ভাতা, এছাড়া বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, গরিব ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুসহ নানান আর্থিক অনুদান প্রদান করে আসছে। তিনি বলেন, এ সরকার দেশের মানুষের কল্যাণে আজীবন নিবেদিত থাকবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বান্দরবান জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ সুপার মোজাফফর হোসেন, সিভিল সার্জন ডা. মাহবুবুর রহমান, জেলা পরিষদ সদস্য কাঞ্চন জয় তঞ্চঙ্গ্যা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মিল্টন মুহুরী, সহকারী পরিচালক উর্বশী দেওয়ানসহ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত চিকিৎসাসেবাপ্রাপ্ত উপকারভোগী গরিব এবং অস্বচ্ছল রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/আব্বাস/২০২৩/২১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৮

**আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ থাকলে অসাধ্য সাধন করতে পারে**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ থাকলে অসাধ্য সাধন করতে পারে, রংপুরের জনসভাই তার প্রমাণ।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে মন্ত্রী তাঁর দলীয় সাংগঠনিক দায়িত্বভুক্ত রংপুর বিভাগের সংসদ সদস্য, জেলা-উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগ ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সাথে সভায় দেওয়া বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘গত ২ আগস্ট রংপুরে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জনসভা, যা পুরো শহর জুড়ে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, তাতে যে দু’টি বিষয় প্রমাণ হয়েছে, তা হলো- রংপুর আজ অন্য কারো নয়, আওয়ামী লীগের ঘাঁটি এবং আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ থাকলে অসাধ্য সাধন করতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ এবং এই জনজোয়ার ধরে রাখতে হবে।’

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, রেলপথ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, রংপুর বিভাগের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন ইউনিটের নেতারা সভায় বক্তব্য দেন।

বিএনপির সাম্প্রতিক কর্মসূচির বিষয়ে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি ক'দিন আগে সরকারকে ধাক্কা দিতে গিয়ে পুলিশ ও আমাদের কর্মীদের ওপর হামলা-নাশকতা করে শেষে পালিয়ে গেছে। দুর্মুখেরা এখন বিএনপির নাম দিয়েছে ‘বাংলাদেশ নাশকতা পার্টি’।’

‘এর পাশাপাশি সম্প্রতি কানাডার আদালত পঞ্চমবারের মতো বিএনপিকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে রায় দিয়েছে’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘রায়ের ব্যাখ্যায় তারা বলেছে, একটি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিএনপি মানুষের ওপর হামলা, গাড়ি-ঘোড়া পোড়ানোসহ সন্ত্রাসে লিপ্ত। সে কারণে বিএনপির কোনো সদস্যকে কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া যাবে না। বিএনপির মুখে এ নিয়ে কোনো কথা নাই।’

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সম্প্রতি তাদের একটি বিবৃতিতে বিরোধী দলের বিক্ষোভে বলপ্রয়োগ না করার জন্য বলেছে কিন্তু তারা বিরোধী দলকে মানুষের ওপর হামলা, গাড়ি-ঘোড়া পোড়ানোর বিষয়ে কিছু বলে নাই।

‘এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আগের সেক্রেটারি জেনারেল আইরিন খান ছিলেন তারেকের বেয়াইন, সুতরাং সেই সংগঠন কোনদিকে বলবে তা সহজেই অনুমেয়’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘যে এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ দেশে জীবন্ত মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়া পোড়ালে বা ফিলিস্তিনি শিশুদের ঢিল ছোঁড়ার জবাবে ইজরায়েলি সেনাদের গুলিবর্ষণে পাখির মতো মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে কোনো বিবৃতি দেয় না, তাদের বিবৃতি কাগজের টুকরো ছাড়া কিছু নয়।’

মন্ত্রী বলেন, ‘এই এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালই মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধের জন্য বিবৃতি দিয়েছিল। অর্থাৎ এটি একটি পক্ষপাতদুষ্ট মূল্যহীন সংগঠনে পরিণত হয়েছে।’

#

আকরাম/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৬৭

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব**

 **---মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের নতুন লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ার  চূড়ান্ত পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।তিনি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চলমান সংগ্রাম এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করা জন্য সকলকে সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ২০২২ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে সমিতি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।

প্রকাশনা শিল্পের সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, কম্পিউটার ছাড়া প্রকাশনা সম্ভব নয়। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কম্পিউটার সাধারণের নাগালে পৌঁছে দেন। এর ফলে দেশে সূচিত হয় ডিজিটাল বিপ্লবের অভিযাত্রা। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গত সাড়ে ১৪ বছরে বাংলাদেশ উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে বিশ্বের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে উল্লেখ করেন ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রনায়ক।

 মন্ত্রী আরো বলেন, প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছর পিছিয়ে থেকেও পৃথিবীতে বাংলা অক্ষর, বাংলা ভাষা এবং বাংলা প্রকাশনা বাংলাদেশেই টিকে থাকবে। নিজের হাতে ১১০টি বাংলা ফন্ট তৈরি এবং কী বোর্ডের ২৬টি বোতামে যুক্তাক্ষরসহ ৫৪০টি অক্ষর সন্নিবেশ করে বাংলাভাষাকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে রূপান্তরের কাজটি খুবই দুরূহ হলেও করতে পেরেছি সেটাই আমার জীবনের বড় সফলতা। সফলতার এই পথ বেয়ে সিসার অক্ষর বিদায় করে কম্পিউটারে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতের ঐতিহাসিক অর্জন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কাগজের বইয়ের পাশাপাশি এখন ডিজিটাল বই প্রকাশ হচ্ছে এবং অনলাইনে তা বিক্রিও হচ্ছে।  পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে প্রকাশক ও বিক্রেতাদেরও পরিবর্তন হতে হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন,  প্রযুক্তিকে নিজের প্রয়োজনে এবং নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে। তিনি পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মন্ত্রী এই ব্যাপারে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, প্রকাশনা শিল্পকে কেবল শিল্প হিসেবে নয় শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আরিফ হোসেন ছোটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংগঠনের সহ-সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন, উপদেষ্টা ওসমান গণি প্রমুখ বক্তৃতা করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামল পাল।

পরে মন্ত্রী সংগঠনের স্মার্ট সফটওয়্যারের উদ্বোধন করেন এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মুখপত্র ‘পুস্তক’ এর মোড়ক উন্মোচন করেন। এর আগে তিনি বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/২০৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৬

**পরিকল্পিত এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপন করলে গ্যাস বিদ্যুতের সংকট হবে না**

 **-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, পরিকল্পিত এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপন করলে গ্যাস বিদ্যুতের সংকট হবে না। আমদানির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রমের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পিএসসি যুগোপযোগী করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশকে সামনে রেখে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ফেডারেশন অভ্‌ বাংলাদেশ চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ‘বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার: বঙ্গবন্ধুর দর্শন’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সদ্যস্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনানির্ভর একটি সময়োপোযোগী আধুনিক রাষ্ট্র ‘সোনার বাংলা’ গঠনের ভিত্তি বিনির্মাণ করেছিলেন। দক্ষ জনসম্পদ তৈরির জন্য তিনি কর্মকর্তাদের রাশিয়াসহ উন্নত দেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। খনিজ সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা নিশ্চিত করেছিলেন। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার জন্য সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি স্তরে বঙ্গবন্ধুর সরব উপস্থিতি আমাদের বিমোহিত করে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আগামী দুই বছর বাংলাদেশের জন্য ক্রিটিকাল টাইম হলেও গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে এগোলে সাফল্য আসবেই। সামনে বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে – একে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট চিন্তা করে আমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে -কীভাবে এগোলে দেশের দ্রুত উন্নতি হবে। এসময় তিনি নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা ও কার্যক্রম নিয়েও আলোচনা করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বদরুল ইমাম। তিনি দেশের কোন অঞ্চলে কী ধরনের খনিজ সম্পদ থাকতে পারে তার গবেষণাধর্মী তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। একই সাথে তিনি খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কার্যক্রম বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এফবিসিসিআই-এর সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব ডঃ মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শোয়েব এবং এনার্জি ও পাওয়ার ম্যাগাজিনের সম্পাদক মোল্লাহ আমজাদ হোসেন।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৫

**বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন কলকাতায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ**

**ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত**

কলকাতা (ভারত), ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের ‘বাংলাদেশ গ্যালারিতে’-তে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তাগণ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর তাঁর জীবনের উপর এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভারতের বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য এবং দূরদর্শন-এর প্রাক্তন পরিচালক শ্রী অভিজিৎ দাশগুপ্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির বাণী, কাউন্সেলর (কনস্যুলার) এএসএম আলমান হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম।

বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য বলেন, মাত্র ২৬ বছর বয়সী এই উপমহাদেশে কোন ক্রীড়া সংগঠক এত বড় কীর্তি গড়তে পারেননি। শেখ কামাল প্রতিষ্ঠিত আবাহনী ক্রীড়া চক্রকে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সেরা ক্লাব হিসেবে অভিহিত করেন।

শ্রী অভিজিৎ দাশগুপ্ত বলেন, শেখ কামাল ছিলেন যুব সমাজের মধ্যমনি। সাধারণ মানুষের সাথে খুব সহজে মিশে যাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

সমাপনী বক্তব্যে উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস বক্তব্যে বলেন, শেখ কামাল ছিলেন মুক্তবুদ্ধি চর্চার অন্যতম কারিগর। সদ্যস্বাধীন দেশে প্রগতিশীল নানা কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শেখ কামাল। প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হলেও তাঁর মধ্যে কোন অহমিকাবোধ ছিল না। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তিনি বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে দেশ বিনির্মাণে সম্পৃক্ত হতে উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ একজন দক্ষ, তরুণ সংগঠক হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

সবশেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

রঞ্জন/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

Handout Number: 364

**Bangladesh High Commission in New Delhi observes**

**the birth anniversary of Sheikh Kamal**

New Delhi (India), August 5:

Bangladesh High Commission in New Delhi today paid homage to valiant freedom fighter Captain Sheikh Kamal on the occasion of his 74th birth anniversary. The Mission held elaborate programs on the day involving a discussion session, documentary screening and a special prayer.

At the outset, the messages of the President and the Prime Minister on the occasion were read out to the audience.

During the discussion session, the High Commissioner recalled the exceptional leadership quality of Sheikh Kamal. He paid deep tribute to Sheikh Kamal for his role in the war of liberation as a freedom fighter and as an organiser and then his contribution in the field of sports, art and music after the emergence of the country. He added that Sheikh Kamal got all his attributes from Bangabandhu and his family and these attributes were reflected in his personal, social and cultural life. Though his life was cut short on the fatal night of 15 August 1975, Shaheed Sheikh Kamal left behind his significant mark as an ideal Bangali during his short lifetime, he added.

Minister (Consular) of the Mission Selim Md. Jahangir also spoke on the occasion and reflected on the legacy of the valiant freedom fighter Shaheed Captain Sheikh Kamal.

A documentary on the life of Capt. Sheikh Kamal was also screened. A special prayer seeking eternal peace and salvation of the departed soul of Sheikh Kamal and his family members was also offered.

#

Mahmood/Pasha/Sanjib/Salim/2023/19.15 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৬৩

**একমাত্র শেখ হাসিনাই বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য**

 **---এনামুল হক শামীম**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা তা অনন্য। দেশের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর উন্নয়ন ছোঁয়া লাগেনি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। তার মতো দূরদর্শী নেত্রী আছে বলেই বাংলাদেশ আজ সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে। একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনাই বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য, তাঁর কোনো বিকল্প নেই।

আজ রাজধানীতে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন কার্যালয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিন আয়োজিত ‘ফুটবল বিশ্বকাপ কুইজ ২০২২’-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী শহীদ শেখ কামাল ছিলেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে বড় হয়েছেন তিনি। শহীদ শেখ কামাল এদেশের আধুনিক ফুটবলের পথিকৃৎ। আবাহনী ক্রীড়া চক্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রীড়া জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন শেখ কামাল। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ সম্ভাবনাময় তারণ্যের প্রতীক। খেলাধুলা, সংগীত, অভিনয়সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

উপমন্ত্রী বলেন, শেখ কামাল ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি একজন দক্ষ ছাত্র সংগঠক ছিলেন। তেমনিভাবে স্বাধীনতার পর তাঁর কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অঙ্গনে শেখ কামাল ছিল বাংলাদেশের এক উজ্জল নক্ষত্র। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট টিমের সদস্য ছিলেন। সৎ, সাহসী ও দক্ষ শেখ কামালকে হত্যা করেও ঘাতকরা তাঁর স্মৃতিকে হত্যা করতে পারেনি। তাঁর অল্প সময়ের কর্মকাণ্ডের ফলে যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ তাকে মনে রাখবে।

আওয়ামী লীগের সাবেক এই সাংগঠনিক সম্পাদক বলেন, বিএনপি এবং তার সহযোগীরা ষড়যন্ত্র করে ২০০৭ সালে ব্যর্থ হয়েছে। ২০০৮ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত হয়েছে। তারা ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি নির্বাচন, গণতন্ত্র ও সংবিধানকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে অগ্নি সন্ত্রাসের মাধ্যমে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও পরাস্ত হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনেও দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও নিরঙ্কুশভাবে পরাজিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাই আগামী নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় লাভ করে ক্ষমতায় থাকবেন। বিএনপি এবং তার দোসররা দেশ-বিদেশে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাই পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়বেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম, কালের কণ্ঠের প্রধান সম্পাদক কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন সহ দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গ।

#

গিয়াস/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৬২

**শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বাংলাদেশের তরুণ ও যুব সমাজের অনুপ্রেরণার নাম**

 **---পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বাংলাদেশের তরুণ ও যুব সমাজের অনুপ্রেরণার নাম।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের ‘উইন্ডি টাউন’ হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী একজন মানুষ। একজন দক্ষ ও সফল সংগঠক। তিনি ছিলেন দূরদর্শী ও গভীর চিন্তাবোধ সম্পন্ন নেতৃত্বের অধিকারী।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ক্যাপ্টেন শেখ কামাল তাঁর মাত্র ২৬ বছরের জীবনে দেশকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতায় দেশের ক্রীড়াঙ্গন ও সাংস্কৃতিক জগতে রেখে গেছেন বিশেষ অবদান। তিনি বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে আধুনিকতার পথপ্রদর্শক।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ এইচ এম গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের সহপাঠী ও বন্ধু মাশুরা হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের সহপাঠী ও বন্ধু তাওরিদ হুসেইন (বাদল), বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রাহাত আনোয়ার, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনোজ কুমার রায় প্রমুখ।

এর আগে রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আবাহনী মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে ও বনানী কবরস্থানে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

#

তানভীর/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৬১

**শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী**

**উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজধানীর ধানমন্ডি আবাহনী মাঠে শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে এবং বনানী কবরস্থানে শেখ কামাল ও তাঁর পরিবারবর্গের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন। এ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়া বাদ জোহর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মসজিদে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের কর্মময় জীবন স্মরণ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। মাত্র ২৬ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে এ দেশকে তিনি অনেক কিছু দিয়ে গেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে, বিশেষ করে সলিমুল্লাহ হলের শিক্ষার্থী হিসেবে, শেখ কামালের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘শেখ কামাল অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। খেলাধুলার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর দুর্দান্ত বিচরণ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত থাকতেন। তাঁর সুন্দর আচার-ব্যবহারের কারণে সবার কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। আর অন্যকে সহায়তায় তিনি সবসময় এগিয়ে আসতেন।’

ড. মোমেন আরো বলেন, শেখ কামালের মধ্যে কোনোরকম অহংকার ছিল না। তিনি যে বঙ্গবন্ধুর ছেলে এটা কখনও বলে বেড়াতেন না। রাষ্ট্রপ্রধানের সন্তান হয়েও তাঁর মধ্যে এর বহিঃপ্রকাশ দেখা যেতো না। অগ্রজদের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ছিল অকৃত্রিম।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘শেখ কামালের মতো অমায়িক ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বকে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকেরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের মতো এধরনের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় না। এই হত্যাকাণ্ডে শুধু রাষ্ট্রপ্রধানকে নয়-তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের, আত্মীয়স্বজনদের তিন-তিনটি বাড়ি থেকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি ১০ বছরের শিশুপুত্র রাসেলকেও হত্যা করেছে খুনিরা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড খুঁজে পাওয়া যায় না।’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘দুঃখের বিষয় ১৫ই আগস্টের আত্মস্বীকৃত খুনিদের মধ্যে ৫ জন এখনো বিদেশে পালিয়ে আছে। আদালতের রায় কার্যকর করতে পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সরকার চালিয়ে যাচ্ছে।’

দোয়া মাহফিলে শেখ কামাল-সহ ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টে শাহাদত বরণকারী বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

#

মোহসিন/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৬০

**শেখ কামালের আদর্শ ধারণ করে তরুণ প্রজন্মকে দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করতে হবে**

 **---পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে তরুণ সমাজকে দেশগড়ায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি বলেন, দেশ ও সমাজ ভাবনায় শেখ কামাল মাত্র ২৬ বছরের জীবনে বাঙালির সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রের এক বিরল প্রতিভাবান সংগঠক ও উদ্যোক্তা হিসেবে অসামান্য উচ্চতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। একই সাথে রাজনীতিতেও ছিলেন সমান তৎপর। বর্তমান প্রজন্ম শেখ কামালের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

আজ আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম পথিকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শাহাব উদ্দিন বলেন, বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পিতার ধারাবাহিক আপসহীন সংগ্রামের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করার ফলে বাঙালি জাতীয়বাদের চেতনায় তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন। ছাত্রলীগের কর্মী ও সংগঠক হিসেবে তিনি ৬ দফা, ১১ দফা আন্দোলন এবং ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বাঙালির ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত না হলে বাংলাদেশ পেত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই সংগঠক ও নেতাকে।

মন্ত্রী বলেন, খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চার প্রতি শেখ কামালের আগ্রহ ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা তাঁর প্রতিভা ও মননের এক বিশাল দিককে উন্মোচিত করে। অভিনয়, সংগীত চর্চা, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতাসহ সকল ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। পাকিস্তান সামরিক জান্তা সরকার রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করলে বিভিন্ন আন্দোলনে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে অহিংস পন্থায় প্রতিবাদের উদাহরণ সৃষ্টি করেন শেখ কামাল। তিনি খেলাধুলার প্রসারের লক্ষ্যে দেশের অন্যতম শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ক্লাব আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার। মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আবদুল্লাহ হারুন। বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক।

এর পূর্বে পরিবেশমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ধানমণ্ডি আবাহনী ক্লাব প্রাঙ্গণে স্থাপিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং র‍্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৫৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এ সময় ৮৬৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১১ হাজার ৬৬৮ জন।

#

সুলতানা/পাশা/রেজাউল/২০২৩/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৫৮

**গণসংগীতের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই মানুষের নিকট পৌঁছানো যায়**

 **---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, গণসংগীতের মধ্য দিয়ে খুব সহজেই মানুষের নিকট পৌঁছানো যায়। গণসংগীত সাংস্কৃতিক সংগ্রামের অনন্য হাতিয়ার। সেই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গণসংগীত আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখতে সংগীতের এই ধারাটি ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের প্রতিটি প্রান্তে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে 'বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদ' -এর ১ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৩ -এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, গণসংগীত বলতে আমরা ফকির আলমগীরকেই বুঝি। তিনি বাংলা গণসংগীতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন এবং এটিকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে ফকির আলমগীর প্রবর্তিত ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে অবদান রেখে চলেছে। প্রতিমন্ত্রী এসময় বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদ' -এর ১ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর এমপি।

উদ্বোধক আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, গণসংগীতের ইতিহাস সুদীর্ঘ। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনে গণসংগীতের অসামান্য অবদান রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো- গণসংগীতের সমৃদ্ধ ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড পরবর্তীকালে গণসংগীতের প্রতিবাদের ভাষা আরও সক্রিয় হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে গণসংগীত শিল্পীরা বরাবরই সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজী মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা তিমির নন্দী ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক মো. আহকাম উল্লাহ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইট।

প্রতিমন্ত্রী পরে রাজধানীর গ্রীন রোডে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া-প্যাসিফিক এর স্থাপত্য বিভাগের ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'Old Dhaka' & 'UAP Accolades' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/পাশা/আব্বাস/২০২৩/১৭১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৫৭

**শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী**

 **---গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

 ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী।

আজ শনিবার শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাজধানীর পূর্ত ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, প্রখর মেধার অধিকারী শেখ কামাল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি আবাহনী ক্রীড়াচক্র এবং ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনিই দেশের ক্রীড়াঙ্গনে উন্নয়ন ও অগ্রগতির বীজ বপন করেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট থেকে সেতার শেখেন এবং ছায়ানট ও দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘাতক চক্র হামলা করলে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তার সেই প্রতিরোধকে ব্যর্থ করে দিয়ে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ ২৬ জন নিরপরাধ মানুষকে ঘাতকচক্র নির্মমভাবে হত্যা করে। সেদিন শেখ কামাল ব্যর্থ না হলে জাতির পিতাকে অকালে ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিতে হতো না। বুক চিতিয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে জাতির পিতাকে রক্ষা করতে গিয়ে শেখ কামাল নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শামীম আখতার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনিসুর রহমান মিয়া, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি মীর মঞ্জুরুর রহমান, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খুরশিদ জাবিন হোসেন তৌফিকসহ মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও বিকেএসপির ক্রিকেট এডভাইজার জনাব নাজমুল আবেদীন ফাহিম।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশ নেন এবং ধানমন্ডির আবাহনী ক্রীড়াচক্রের মাঠে স্থাপিত শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

#

রেজাউল/পাশা/আব্বাস/২০২৩/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৬

**শহিদ শেখ কামালের জীবন ও কর্ম পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের পথিকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতি এবং বনানী কবরস্থানে পুস্পস্তবক অর্পণ করেছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

আজ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নুরীর নেতৃত্বে ধানমন্ডি আবাহনী মাঠে স্থাপিত শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে এবং বনানী কবরস্থানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

এসময় শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও ফাতেহা পাঠ করা হয়।

পরে বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জীবন ও কর্ম নিয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিআরটিএ চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী।

সভায় শহিদ কামালের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নীলিমা আখতার, মোঃ শফি উল হক, মোঃ জাকির হোসেন। এ সময় অন্যান্যর মাঝে বক্তব্য রাখেন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মইনুল হাসান, ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন ছিদ্দিক, ডিটিসি-এর নির্বাহি পরিচালক সাবিহা পারভীন, বিআরটিসির চেয়ারম্যান মোঃ তাজুল ইসলাম, বিআরটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুল ইসলাম।

বক্তাগণ শহিদ শেখ কামালের মাত্র ২৬ বছরের জীবনের অর্জন, মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদানসহ দেশের ক্রীড়াঙ্গন, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অনবদ্য নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। জাতির পিতার সুযোগ্য পুত্র হিসেবে তারুণ্যের শক্তিকে তিনি দেশ গড়ার কাজে লাগিয়েছিলেন। আলোচকগণ শেখ কামালকে বহুমাত্রিক প্রতিভা হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালসহ ‘৭৫ এর ১৫ আগস্ট ইতিহাসের নির্মম হত্যাকান্ডে শাহাদত বরণকারী জাতির পিতাসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যগণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের মাগফেরাত ও দেশ-জাতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

#

নাছের/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৫৫

**শেখ কামাল বঙ্গবন্ধুর মতোই সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন**

 **---বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন সেই চেতনা বাস্তবায়নে শেখ কামাল সোচ্চার ছিলেন বলেও জানান মন্ত্রী।

আজ রাজধানীর টিসিবি ভবনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, শেখ কামাল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, অসীম সাহসী, দেশপ্রেমিক এবং অন্যতম সংগঠক। রাষ্ট্রনায়কের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো অহংকারবোধ ছিল না। খুব সহজেই মানুষকে আপন করে নেয়ার গুণাবলী ছিল তার মধ্যে। তিনি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজকর্মে যুক্ত থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। ক্ষমতার প্রতি তার কোন মোহ ছিল না।

নিজেকে শেখ কামালের একজন সহযোদ্ধা উল্লেখ করে টিপু মুনশি বলেন, পুরো ঢাকা বিভাগের ছাত্রলীগকে সামলাতেন শেখ কামাল। তাকে তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি বানিয়েছিলেন। ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায্যতার পক্ষে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং আজীবন সত্য ও ন্যায়ের পথে ছিলেন।

শেখ কামালের সাথে তার বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিচারণ করে বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারছিলেন না তিনি। পরে শেখ কামালকে জানালে তাকে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করিয়ে দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় একই স্থানে ভারতে প্রশিক্ষণ নেয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী জানান, ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি তার প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। শৈশব থেকে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় উৎসাহী ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত আবাহনী ক্রীড়াচক্র দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিপ্লবের জন্ম দেয়। খেলাধুলার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা ছাড়াও অসাধারণ নেতৃত্বের ক্ষমতা ও বহুমুখী গুণাবলীর প্রতিভার অধিকারী অনন্য সংগঠক ছিলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী আরো জানান, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি প্রতিশোধ নিতেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন পরিবারের কেউ বেঁচে থাকলে আবার দেশের মানুষ তাদের নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি।

সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনিস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেইয়ারম্যান এএইচএম আহসান, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এএইচএম শফিকুজ্জামান, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিবন্ধক শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান পিএসসি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব মালেকা খায়রুন্নেছা। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকালে আবাহনী মাঠে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবসহ সকল স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বাণিজ্যমন্ত্রী।

#

হায়দার/পাশা/আব্বাস/২০২৩/১৭০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৪

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকীতে**

**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দোয়া মাহফিল আয়োজন**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আজ রাজধানীর ফার্মগেটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ আবাহনী মাঠে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 #

ইফতেখার/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৫৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৩

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ** **কামালের জন্মবার্ষিকী**

**উপলক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি ও ক্রীড়া আন্দোলনের পথিকৃৎ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আজ রাজধানীর রেলভবনে শহিদ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজনের নেতৃত্বে শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ হুমায়ুন কবীরসহ বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন। রেলভবনে স্থাপিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

 #

সিরাজ/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ৩৫২

**ব্রুনাইয়ে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত**

বন্দর সেরি বেগাওয়ান (ব্রুনাই), ৫ আগস্ট :

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ব্রুনাই দারুসসালামে বাংলাদেশ হাইকমিশন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশ হাইকমিশনার নাহিদা রহমান সুমনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াতের মধ্য দিয়ে। এরপর শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন হাইকমিশনার, হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যগন।

অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

#

জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ৩৫১

**বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেতো খুনিরা : শেখ কামাল স্মরণে তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের খুনিরা শুধু বঙ্গবন্ধু নয়, বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেতো। সে কারণেই তারা মেধাবী তরুণ শেখ কামালসহ জাতির পিতার পরিবারের যতজনকে পেয়েছে, সেই রাতে হত্যা করেছে।’

আজ বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র শহীদ শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে তাঁর সমাধিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদেরকে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

হাছান বলেন, দুঃখের বিষয়, বিএনপির মিছিলে এখনো ‘পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে ওঠো আরেকবার’ স্লোগান দেওয়া হয়। এর মাধ্যমেই তারা স্বীকার করে নিচ্ছে যে, তাদের নেতা জিয়াউর রহমান যে ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডে যুক্ত ছিলেন। ১৫ আগস্ট খালেদা জিয়ার ভুয়া জন্মদিনে কেক কাটা সেই নির্মম হত্যাকান্ডকেই উপহাস করা। দেশ থেকে এই অপরাজনীতি চিরদিনের জন্য বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

শেখ কামালের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, মেধাবী তরুণ শেখ কামাল মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে জীবন বাজি রেখে দেশ মাতৃকার জন্য লড়েছিলেন। বহু গুণে গুণান্বিত ক্রীড়া ও রাজনৈতিক সংগঠক, সংস্কৃতিকর্মী, জাতীয় ক্রিকেটার শেখ কামাল প্রতিষ্ঠিত আবাহনী ক্লাব দেশে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বেঁচে থাকলে পরবর্তীতে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়াসহ জাতিকে অনেক কিছু দিতে পারতেন এমন এই মেধাবী তরুণকে মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করা হয়েছিল। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

#

আকরাম/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১২৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩৫০

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকীতে**

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি ও ক্রীড়া আন্দোলনের পথিকৃৎ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আজ রাজধানীর ধানমণ্ডি আবাহনী মাঠে স্থাপিত প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের নেতৃত্বে শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদসহ বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী রাজধানীর বনানী কবরস্থানে শহিদ শেখ কামালের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

#

ফয়সল/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১২৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                নম্বর : ৩৪৯

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শেখ কামালের স্মৃতির প্রতি পরিবেশমন্ত্রীর শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি ও ক্রীড়া আন্দোলনের পথিকৃৎ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকীতে ধানমন্ডি আবাহনী ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন। এর পূর্বে তিনি রাজধানীতে মন্ত্রণালয় আয়োজিত র‍্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

এসময় মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আব্দুল হামিদ ও প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চেীধুরী উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১১৪৭ ঘণ্টা